পাক্ষিক

আহ্‌মদী

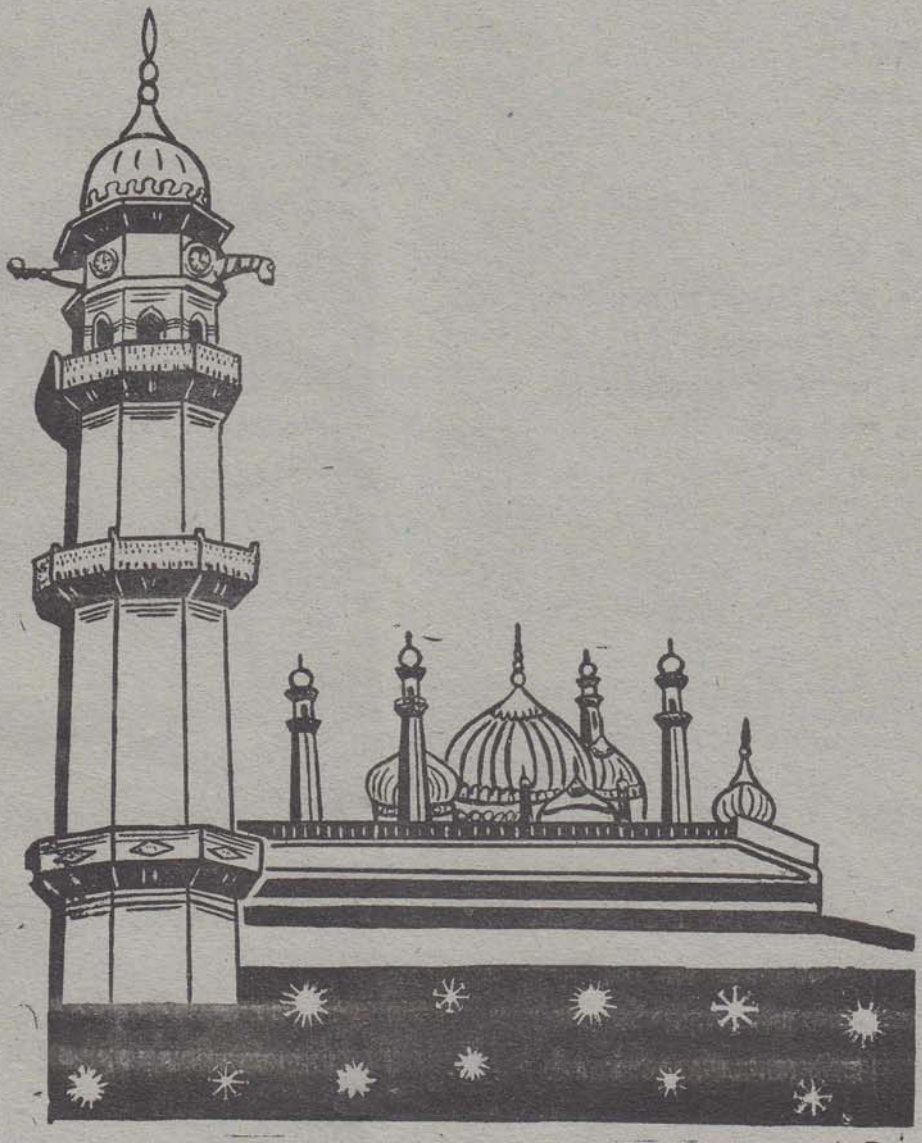

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৪৬১
॥ হাদিস	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪৬৩
॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪৬৩
॥ হায়াতে তাইয়্যেবা	॥ অনুবাদক—এ, এইচ, আলী আনোয়ার	॥ ৪৬৪
॥ আহমদ নগরে বাৎসরিক জলসা	॥ সংকলন	॥ ৪৭২
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	॥ ৪৭৬

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WOLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে মে : ১৯৬৮ সন : ২য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৭ম রুকু

৬২ ॥ এবং (হে মুহাম্মদ,) তুমি যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, এই (গ্রন্থ) হইতে কোরআনের যে কোন অংশ পাঠ কর না কেন অথবা তোমরা যে কোন কাজ করনা কেন, আমরা তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক থাকি, যখন তোমরা ঐ কাজে প্রবৃত্ত থাক। এবং পৃথিবীতে বা

আকাশে অনু পরিমাণ কোন কিছু তোমার প্রভুর অগোচর নহে। এবং উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর যে কোন বস্তু থাকুক না কেন, উহার তত্ত্ব এক স্পষ্ট বিবৃতকারী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৬৩॥ শুনিয়া রাখ, নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র বন্ধু তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা কোন চিন্তাও করিবে না—

৬৪॥ (উহারাই আল্লাহ্‌র বন্ধু) যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ধর্ম পরায়ণ হইয়াছে।

৬৫॥ তাহাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভ-সংবাদ এবং পরকালেও। আল্লাহ্‌র বাক্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই মহা সফলতা।

৬৬॥ এবং (হে নবী,) তাহাদের (বিদ্রূপ) বাক্য যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। নিশ্চয় যাবতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি সম্যক শ্রোতা, সম্যক জ্ঞাতা।

৬৭॥ জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই যাহা আকাশ মণ্ডলে বিদ্যমান আছে এবং যাহা পৃথিবীতে অবস্থিত আছে সমস্তের মালিক আল্লাহ্‌ এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিত (তাহাদের গড়িয়া লওয়া আল্লাহ্‌র) শরীকদিগকে আহ্বান করে, তাহারা কিসের অনুগমন করে? তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং কেবল কল্পনা প্রসূত কথা বলে।

৬৮॥ তিনিই (লা শরীক আল্লাহ্‌), যিনি তোমাদের জন্য রাত্রীকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন উহাতে তোমরা শান্তি লাভ করিতে পার এবং দিনকে এমন ভাবে আলোময় করিয়াছেন (যেন তোমরা কার্য করিতে পার)। নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহাতে নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে, যাহারা সত্যকথা শ্রবণ করে।

৬৯॥ তাহারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহন করিয়াছেন। তিনি (এইরূপ সম্বন্ধ হইতে) পবিত্র, তিনি তো প্রয়োজনের অতীত। তাঁহারই জন্য, যাহা আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে আছে তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা বলিতেছ, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই।

৭০॥ তুমি বল, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারে না।

৭১॥ (তাহাদের জন্য) এই পৃথিবীতে সামান্য ভোগবিলাস, অতঃপর আমাদের নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, তৎপর (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করার দরুন আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব।

হাদিস

মৃত্যু ও আত্মা

(১)

মৃত্যু মোমেনের জন্য এক তোহ্‌ফা। (বোখারী)

(২)

তোমাদের মধ্যে কেহ (পুণ্যবান অথবা পাপী), মৃত্যু কামনা করিও না। কারণ আয়ু বৃদ্ধিতে পুণ্যাত্মার পুণ্য বৃদ্ধি এবং অনুতাপের দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হইতে পারে। (বোখারী)

(৩)

তোমরা কেহ মৃত্যুর কামনা করিও না এবং সময়ের পূর্বে উহাকে আহ্বান জানাইও না, কারণ মৃত্যুর সহিত আশা কর্তিত হইয়া যায় এবং নিশ্চয়ই মোমেনের আয়ু কল্যাণ বৃদ্ধি করে। (মোসলেম)

(৪)

তোমাদের মধ্যে কেহ বিপদে পতিত হইলে নিষ্কৃতির জন্য মৃত্যুকে ডাকিও না। উপায়ন্তর না দেখিলে প্রার্থনা করিবেঃ হে আল্লাহ্, আমার আয়ু যতদিন আমার জন্য কল্যাণজনক, ততদিন আমাকে তুমি জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন তুমি আমার জীবনের অবসান কর। (বোখারী ও মোসলেম)

(৫)

এই জগতে প্রবাসী অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। (বোখারী)

(৬)

আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সৎ-চিন্তা সহ মৃত্যু বরণ কর। (মোসলেম)

(৭)

মোমেন ধর্মাক্ত-ললাটে (অর্থাৎ কর্মপূর্ণ জীবন লইয়া) মৃত্যু বরন কর। (তিরমিযি)

অনুবাদকঃ—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

আল্লাহ্‌র সাহায্য

খোদার পবিত্র পুরুষগণের নিকট খোদার তরফ হইতে সাহায্য আসে। যখন উহা আসে, তখন জগতকে এক (নূতন জগৎ) দেখাইয়া দেয়; উহা বাতাসের রূপ ধারণ করিয়া পথের সকল ধূলাকে উড়াইয়া দেয়। (পুনঃ) উহা অগ্নি হইয়া প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। কখনও উহা ধূলা হইয়া শত্রুর মস্তকের উপর পতিত হয়। (পুনঃ) পানীর রূপ ধরিয়া উহা এক প্লাবন লইয়া আসে।

মূল কথা, খোদার কাজ বান্দার দ্বারা কখনো ব্যাহত হয় না। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সৃষ্ট কি করিতে পারে? (দুররে সমীন)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

"হায়াতে তাইয়্যেবা"

আবদুল কাদির (রহঃ)

অনুবাদক—মৌলবী এ, এইচ, আলী আনোয়ার

চতুর্থ অধ্যায়

খুনের মোকদ্দমা হইতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব পর্যন্ত।

পাদ্রী ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্কের খুনের অভিযোগ ;

১৮৯৭ সনের পহেলা আগষ্ট ঃ

হযরত আকদাসের আবির্ভাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ক্রুশ ভঙ্গ করা। ইহার জন্য তিনি কোন সুযোগই ছাড়িতেন না। ১৮৯৩ সনে অমৃতসরের ডিপুটী আবদুল্লাহ্ আথমের সহিত তাঁহার প্রসিদ্ধ মুবাহাসা হইয়াছিল। ইহা 'জঙ্গে মুকাদ্দস' নামে খ্যাত। এই মুবাহাসায় ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্কও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এই মুবাহাসার পরে যখন আবদুল্লাহ্ আথম সত্যের দিকে প্রত্যাগমনের শর্ত দ্বারা সুযোগ লাভ করিবার পর অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন, তখন পাদ্রীগণ এই ঘটনা দ্বারা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক শোকাকুল ও ক্রোধান্বিত হইলেন ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক। এমন কোন সুবিধা আছে কি, যে হযরত আকদাসের ক্ষতি সাধন করা যায়, এই নিয়াই তিনি সর্বদা চিন্তা করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে বিখ্যাত আর্য নেতা পণ্ডিত লেখরাম নিহত হওয়ায় একদিকে যেমন আর্যগণের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য বিস্তার লাভ করিল, অন্যদিকে তেমনি ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবও একটি সুযোগ লাভ হইল বলিয়া আনন্দিত হইলেন। উভয় সম্প্রদায়ই হযরত আকদাসের ক্ষতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

আবদুল হামিদের ফেৎনা ঃ

হযরত মৌলবী গাযী বুরহানুদ্দীন সাহেব ঝিলমীর এক অকর্মন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম আবদুল হামিদ। ধর্মের প্রতি তাহারা কোনই আসক্তি ছিল না। তাই পার্থিব লোভের লালসায় সে ধর্ম্ম পরিবর্তন করিয়া বেড়াইত। হঠাৎ একদিন অর্থাৎ ১৮৯৭ সনে সে কাদিয়ানে উপস্থিত হইল এবং বায়আত গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য হইল না। হযরত আকদাস তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দূরদর্শিতা দ্বারা তাহার কাদিয়ানে অবস্থানও পছন্দ করেন নাই। তাহাকে কাদিয়ান হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। সে কাদিয়ান হইতে বাহির হইয়া সোজা অমৃতসর চলিয়া গেল। প্রথমে সে পাদ্রী এইচ, জি, গ্রে সাহেবের নিকট গেল। কিন্তু তাহাকে ভবঘুরে মনে করিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার নিকট স্থান দেন নাই। অতঃপর সে ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট পৌঁছিল। ডাক্তার সাহেব যখন তাহার নিকট জানিতে পারিলেন যে, সে কাদিয়ান হইতে সোজা অমৃতসর আসিয়াছে, তখন তাহার আগমনকে বড়ই শুভ বলিয়া গণিলেন এবং হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে যে সকল জল্পনা কল্পনার উদ্রেক হইতেছিল, তাহা এখন কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পাইল। তিনি তাঁহার অধীন দেশীয় পাদ্রীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। আবদুল হামিদকে লোভ ও ভয় দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া কাছারীতে যাইয়া এই জবানবন্দি দিতে সম্মত করিলেন যে, (হযরত) মীর্যা গোলাম আহমদ (সাহেব) কাদিয়ানী তাহাকে অমৃতসরে ডাঃ মার্টিন

ক্লার্ক সাহেবকে প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। পাদ্রী সাহেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনার এ, ই, মাটিনিউ সাহেবের কোর্টে পৌঁছিলেন। আবদুল হামিদ ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের ইচ্ছানুরূপ এজহার লিখাইল। পরে ডাক্তার সাহেবও তাঁহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করাইলেন। উভয়ের এজহার পাইয়া অমৃতসরের ডিপুটী কমিশনার ১লা আগষ্ট ১৮৯৭ সন হযরত আকদাসের নামে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট জারি করিলেন। ওয়ারেন্টে চল্লিশ হাজার টাকার জামানত এবং বিশ হাজার টাকার মুচলিকার আদেশ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু খোদা-তায়ালার কুদরত! ওয়ারেন্টখানি নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও গুরদাসপুর পৌঁছিল না। জানা নাই, কোথায় অদৃশ্য হইল। এদিকে খ্রীষ্টানগণ এবং মৌলবীগণ প্রত্যহ অমৃতসর রেলওয়ে ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ট্রেণ হইতে পুলিশের পাহারায় মীর্যা সাহেবের হাতে কড়া পরিহিত অবস্থায় অবতরণের দৃশ্য দর্শন করিবেন!

এক সপ্তাহ পর ১৮৯৭ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনার, তাঁহার ভ্রম অনুভব করিলেন। আইন অনুসারে ভিন্ন জেলার অধিবাসীর উপর গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট জারি করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। ইহাতে তিনি গুরদাসপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তার করিলেন যে, ১লা আগষ্ট ১৮৯৭ সন তারিখে তিনি যে ওয়ারেন্ট পাঠাইয়াছেন উহার জারি বন্ধ করা হউক। ইহাতে গুরদাসপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং জেলার অন্যান্য হাকিমগণ আশ্চর্য বোধ করিলেন। কখন এই ওয়ারেন্ট আসিয়াছিল? ইহার জারী বন্ধ করার অর্থ কি? অবশেষে, তারখানা ফাইল করিয়া রাখা হইল অতঃপর মোকদ্দমার নথি অমৃতসর হইতে গুরদাসপুর ডিপুটী কমিশনারের নিকট প্রেরিত হইল। গুরদাস-পুরের ডিপুটী কমিশনরের মনে আল্লাহ্‌তায়ালা মোকদ্দমাটি সন্দেহ জনক বলিয়া ভাবের উদ্রেক করিলেন। এইজন্য ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এবং তাঁহার উকীল বহু বাদানুবাদ করা সত্ত্বেও, তিনি হযরত আকদাসের নামে গ্রেফ্‌তারের ওয়ারেন্ট জারির আদেশ করিলেন না। সাধারণ সমনের আদেশ করিলেন। ১৮৯৭ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে বাটালা উপস্থিত হওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইল। নির্দিষ্ট তারিখে হযরত আকদাস বাটালায় গমন করিলেন। হযরত আকদাসের সম্মুখেই সেই দিন ডাঃ মার্টিন ক্লার্কের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি কোন নূতন কথা বলেন নাই। অমৃতসরের ডিপুটী কমিশনরারের সম্মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। ১২ই এবং ১৩ই আগষ্টে ডাঃ সাহেবের জবানবন্দি হইল।

আবদুল হামিদের জবানবন্দি ঃ

সেই দিন আবদুল হামিদেরও জবানবন্দি হইল। সে-ও অমৃতসরে যাহা বলিয়াছিল তাহাই বলিল। কিন্তু এবার তাহার জবানবন্দিতে পূর্বাপেক্ষা অধিক বৃত্তান্ত ও ব্যাখ্যা ছিল। জবানবন্দির পর খ্রীষ্টানেরা আবদুল হামিদের দ্বারা কোর্টকে জানাইল যে তাহার প্রাণের ভয় আছে, তাহাকে ডাঃ হেনরী ক্লার্কের নিকটে থাকিতে দেওয়া হউক।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর সাক্ষ্য ঃ

এই মোকদ্দমায় মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। তিনি জবানবন্দি দেওয়ার জন্য কোর্টে গিয়া দেখিলেন যে, হযরত আকদাস চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ইহাতে তিনিও ডিপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট চেয়ার দাবী করিলেন। ডিপুটী কমিশনর বলিলেন যে, কোর্টে তিনি চেয়ার পাইতে পারেন না। মৌলবী সাহেব বারম্বার চাহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে. তিনিও চেয়ার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পিতাও প্রাপ্ত হন। ইহা শুনিয়া

সাহেব বাহাদুর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি মিথ্যাবাদী। তুমিও চেয়ার পাও না, তোমার পিতা রহিম বখ্‌শও পায় না।" তখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বলিলেন যে, তাঁহার নিকট চিঠি পত্র আছে। লাট সাহেব তাঁহাকে চেয়ার দিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া ডিপুটী কমিশনার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বক বক করিও না? পিছনে সরিয়া যাও এবং সোজা হইয়া দাঁড়াও।" ১ সাক্ষ্য শেষ হইল। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব তাঁহার জবানবন্দিতে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে যত প্রকার দোষারোপ করিতে পারেন, তাহা করিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার মুকাবিলায় হযরত আকদাসের নীতি প্রণিধনযোগ্য। এক বার তাঁহার উকীল মৌলবী ফজল দীন সাহেব মৌলবী সাহেবকে এমন কোন প্রশ্ন করিলেন, যাহা তাঁহার খান্দান এবং চরিত্রের উপর আঘাত করিত। হযরত আকদাস তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৌলবী ফযল দীন সাহেবের মুখের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন যে, তিনি এই প্রকার প্রশ্ন করিবার অনুমতি দেন না।

اللهم صل على محمد و ال محمد

একদিকে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের নির্ব্বুদ্ধিতা ও হীনমন্যতা এবং অন্যদিকে হযরত আকদাসের উন্নত চরিত্র ও মহানুভবতা দেখিয়া ডিপুটী কমিশনর সাহেব এই মীমাংসায় পৌঁছিলেন যে, মৌলবী সাহেব (হযরত) মীর্যা সাহেবের শত্রু। এই জন্য তাঁহার সাক্ষ্য বৃথা ও অবিশ্বাস্য। বস্তুতঃ, তিনি তাঁহার রায়ে মৌলবী সাহেবের জবানবন্দি নিয়া কোন আলোচনাই করেন নাই।

সাক্ষী দেওয়ার পর বিচারালয়ের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া ভিতরের ব্যাপারের উপর পর্দাপুশি করিবার উদ্দেশ্যে মৌলবী সাহেব বাহিরের কামরায় একখানি চেয়ার দেখিয়া উহার উপর বসিলেন। আর্দালীরা দেখিয়াছিল যে, এই ব্যক্তি ভিতরে চেয়ার পায় নাই। এই জন্য তাহারা মৌলবী সাহেবকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া দিল। অতঃপর, মৌলবী সাহেব পুলিশের কামরার দিকে গেলেন। ঘটনা ক্রমে সেখানে একটা চেয়ার বাহিরের কামরায় পাতা ছিল। তিনি উহার উপর বসিলেন। তিনি বসা মাত্র তাঁহার প্রতি পুলিসের কাপ্তান সাহেবের নজর পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন কনষ্টবল পাঠাইয়া মৌলবী সাহেবকে চেয়ার হইতে তুলিয়া দিলেন। শত শত ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের এই লাঞ্ছনার দৃশ্য দেখিল এবং নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল যে, মৌলবী সাহেবের এই লাঞ্ছনার কারণ এক মিথ্যা মোকদ্দমায় পাদ্রীর পক্ষে সাক্ষী দেওয়া। অতঃপর মৌলবী সাহেব আদালতের বাহিরের মাঠে গিয়া এক ব্যক্তি হইতে চাদর নিয়া ভূমির উপর পাতিয়া উহার উপর বসিলেন। চাদরখানা যে ব্যক্তির ছিল, ঐ ব্যক্তি এই বলিয়া চাদরটি মৌলবী সাহেবের নীচ হইতে টানিয়া লইল যে, "মুসলমান হইয়া এবং 'বড়' বলিয়া অভিহিত হইয়া এই প্রকার মিথ্যাবাদিতা!" ২

আর্য্য উকীল পণ্ডিত

রাম ভজদতের উকালতী:

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এই মোকদ্দমায় লেখরামের নিহত হওয়ার কারণে আর্যগণও খৃষ্টিয়ানদের সাহায্য করিয়াছিল। এই মোকদ্দমায় খ্রীষ্টানদের পক্ষে পণ্ডিত রাম ভজদৎ সাহেব, (আর্য

(১) কোর্ট তাঁহাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বলিবার কারণ এই যে তাঁহার এবং মৌলবী সাহেবের মধ্য স্থানে হাত-টানা পাখা ছিল। এজন্য মৌলবী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের চেহারা দেখার জন্য নত হইয়া কথ বলিতেছিলেন।

(২) সম্যক অবস্থা জানার জন্য 'কেতাবুল্ বারিয়্যা' পাঠ করা প্রয়োজন।

উকীল) ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি কিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিলেন, "আমি কোন ফিস্ নেই নাই। শুধু পণ্ডিত লেখরামের হত্যার কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, সেই জন্য যোগদান করিয়াছি।" ১

ক্যাপ্টেন ডগলাসের হৃদয়ে ঐশী হস্তক্ষেপ : ডিপুটী কমিশনারের রীভার রাজা গোলাম হাইদর সাহেব।

বর্ণনা করেন যে, "বাটালায় ১৩ই আগষ্ট মোকদ্দমায় কার্য সমাপ্ত হইলে আমরা গুরুদাসপুর যাওয়ার জন্য বাটালা রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখন ট্রেনের কিছু বিলম্ব ছিল। ডিপুটী কমিশনার বাহাদুর প্ল্যাটফরমের এক মাথা হইতে অন্য মাথা পর্যন্ত অবিরত পায়চারী করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে এইরূপ দেখিয়া সাহস পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহাকে বড়ই চিন্তাকুল দেখা যাইতেছে। ব্যাপার কি? সাহেব বাহাদুর উত্তর করিলেন যে, তিনি এই মোকদ্দমার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত। যে দিকেই তাকান, তিনি মীর্যা সাহেবকে দেখিতে পান যে, তিনি বলিতেছেন, 'সুবিচার আপনার জাতীয় বিশেষত্ব। ইহা হারাইবেন না।' এতদ্ব্যতীত, অভিযোগের মধ্যে শত্রুতার লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের জন্য কি পন্থা অবলম্বন আবশ্যক স্থির করিতে পারিতেছেন না। আমি তাঁহাকে পরামর্শ স্বরূপ বলিলাম, 'আবদুল হামিদকে খ্রীষ্টানদের কবল হইতে পৃথক করুন। প্রকৃত তথ্য আপনাআপনি উদ্‌ঘাটিত হইবে।' সাহেব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে অফিসে গিয়া পুলিশ সুপাররিন্‌টেন্‌ডেন্টের নামে কিছু নির্দ্দেশ লিখিলেন :

"কয়েকদিন পরে, অর্থাৎ ২০ তাং সকালে আর্দালি আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি যাইয়া জানিতে পারিলাম যে, পুলিশ ক্যাপটেন মিঃ লিমার্চ্চাণ্ড আবদুল হামিদের সম্পূর্ণ জবানবন্দী লিখিয়া আনিয়াছেন। ডিপুটী কমিশনার সাহেবকে এখন ইহার সত্যতা যাচাই করিতে হইবে পুলিশ ক্যাপটেনের সম্মুখে আবদুল হামিদ প্রথমে তো পূর্বেকার মিথ্যা কাহিনীই বলিতেছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব তাহাকে বলিলেন 'আমার সময় নষ্ট করিবেন না। আমি শুধু প্রকৃত তথ্য জানিতে চাই।' তখন সে ক্যাপটেন সাহেব বাহাদুরের পায়ে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল যে, তাহার প্রথম জবানবন্দি সর্ব্বৈব মিথ্যা ছিল। ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক এবং তাঁহার সঙ্গের পাদ্রীরা তাহাকে ভয়, ধমক ও কয়েক প্রকার লালসা দেওয়ায় সে ঐ জবানবন্দি দিয়াছিল। সে যে সকল কথা ভুলিয়া যাইত, পেন্সিল দিয়া তাহার হাতে লিখিয়া দেওয়া হইত, যাহাতে সময় মত দেখিয়া জবানবন্দি দিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সত্য বিষয় হইল মীর্যা সাহেব তাহাকে ডাক্তার সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য কখনো পাঠান নই। এই সম্পূর্ণ বিষয়টাই মিথ্যা। এই সমুদয় কথা সে ভয়ে ও লালসায় বলিয়াছিল। অতঃপর সে সত্য ঘটনা বলিল। তাহার সেই জবানবন্দি পুলিশ ক্যাপ্টেন সাহেব তাহার সম্মুখে ডিপুটী কমিশনরের দ্বারা তসদিক করাইয়া লইলেন।"

একথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টানেরা যখন ইহা জানিতে পারিলেন, আবদুল হামিদ তাহার পূর্বেকার মিথ্যা কাহিনী ছাড়িয়া সত্য সত্য জবানবন্দি করিয়াছে, তখন তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জনৈক আবদুল গণীকে তাহার নিকট পাইলেন। সে তাহাকে বলিল, "পূর্বেকায় জবানবন্দি লিখাইবেন, নচেৎ জেলে যাইবে।" আবদুল হামিদ এই কথাও পুলিশের কাপ্তান সাহেবকে বলিয়াছিল।

(১) 'হায়াতে-আহ্‌মদ', চতুর্থ-খণ্ড, ৬০২ পৃঃ।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি

২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৭ সন :

১৮৯৭ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ডিপুটী কমিশনর বাহাদুর মোকদ্দমায় রায় দিবেন। বিরুদ্ধবাদী মৌলবী, পণ্ডিত এবং পাদ্রীগণ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, এই মোকদ্দমার মীর্যা সাহেবের কঠোর সাজা হইবে। কারণ, মোকদ্দমায় একজন অতিশয় বড় পাদ্রী, ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের হাত ছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, জনাব ডিপুটী কমিশনর সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে বেকসুর মুক্তি দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সকলেরই মুখ মণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা কাছারিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

ক্যাপ্টেন ডগলাসের নৈতিক বল :

পাঠক মহোদয়গণ কখনো একথা ভুলিবেন না যে, প্রথম মসিহ্‌র বিরুদ্ধে ইহুদীরা ষড়যন্ত্র মূলক এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম মসিহ্‌র সময়কার ম্যাজিষ্ট্রেট পীলাত যদিও জানিতেন যে, হযরত মসিহ্ নিরাপরাধ ছিলেন, তবু তিনি ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেন এবং তাঁহার বিবেকের বিরুদ্ধে হযরত মসিহ্‌কে ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করেন। কিন্তু এই ম্যাজিষ্ট্রেট নৈতিক বল প্রদর্শন করিলেন এবং ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি স্বধর্মীয় পাদ্রী ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্কের কোনই পক্ষপাতিত্ব করিলেন না। মুসলমান উলামা এবং আর্যগণেরও কোন পরওয়া করিলেন না। সুবিচারের প্রয়োজন মান্য করিলেন এবং তদনুযায়ী হযরত আকদাসকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। এই প্রকারে তিনি আহ্‌মদী জগতের চক্ষে একজন সম্মানিত ঐতিহাসিক পুরুষরূপে পরিগণিত হইলেন। বিচার শেষে তিনি বরং ইহাও বলিয়াছিলেন : "আপনি এই খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারেন।" হযরত আকদাস জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই বাক্যের যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাও স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তিনি বলিলেন :

"খ্রীষ্টানদের সহিত আমার মোকদ্দমা তো আস্‌মানে চলিতেছে। আমার জন্য আকাশের বিচারালয়ই যথেষ্ট। পৃথিবীর বিচার-গৃহ সমূহে আমি কোন মোকদ্দমা চালাইতে চাই না।"

হযরত আকদাসের চরিত্র মাহাত্য সম্বন্ধে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের উকীল মৌলবী ফযল দ্বীন সাহেবের বিবৃতি :

বিষয়টি দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। ভয় হয়, পাঠকের ক্লান্তি বোধ না হয় কিনা। কিন্তু যে সকল ঘটনা দ্বারা হযরত আকদাসের চারিত্রিক মাহাত্য এবং তাঁহার মহানুভবতা প্রকাশিত হয়, আমরা তাহা উল্লেখ না করিয়া পারি না।

লালা দীননাথ সাহেব 'হিন্দুস্তান রিভিউ' নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'আল্-হাকাম' পত্রিকার সম্পাদক হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তুরাবের নিকট বর্ণন করেন :—

"আমি জনাব মীর্যা সাহেবকে একজন মহাপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ও বহু উচ্চ স্থানীয় মানুষ হিসাবে মান্য করি।...তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই প্রত্যয় একটি ঘটনার ফলে জন্মিয়াছে। যুব্‌দাতুল্ হুকামা হাকীম গোলাত নবীর বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব সমবেত হইতেন। আমিও সেখানে যাইতাম। একদিন সেখানে কতিপয় বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা ক্রমে মীর্যা সাহেবের বিষয় লইয়া আলোচনা চলিল। এক ব্যক্তি তাঁহার বিরোধিতা আরম্ভ করিল। ইহাতে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের দিক হইতে হীনতা প্রকাশিত হইতেছিল। মৌলবী

(১) 'কেতাবুল্-বারিয়্যায়' পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেবের জবানবন্দি দেখুন ৩৩৮—৩৩৯ পৃঃ।

ফজলদীন সাহেব মরহুম ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি খুবই জোরের সহিত বলিলেন, 'আমি মীর্যা সাহেবের শিষ্য নই। তাঁহার দাবীর উপর আমার প্রত্যয় নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, কিন্তু মীর্যা সাহেবের সুমহান ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা আমি মান্য করি। আমি উকীল। মোকদ্দমা প্রসঙ্গে সর্ব শ্রেণীর মানুষ আমার নিকট যাতায়াত করে। বড় বড় সাধু প্রকৃতির মানুষ, যাঁহাদের সম্বন্ধে কখনো ধারণা করা যায় না যে, তাঁহারা কোন প্রকার বাহ্যিকতা বা লোক প্রদর্শন মূলক আচরণ করেন, তাঁহারা মোকদ্দমা প্রসঙ্গে যদি আইনের পরামর্শের অধীনে কোন কিছু বলিতে যাইয়া কথার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন, তবে কোন দ্বিধা না করিয়া পরিবর্তন করেন। কিন্তু আমি আমার জীবনে শুধু মীর্যা সাহেবকেই দেখিয়াছি, তিনি কখনো সত্য-বিচ্যুত হন নাই। আমি তাঁহার এক মোকদ্দমায় উকীল ছিলাম। ঐ মোকদ্দমায় আমি একটি আইন সম্মত বর্ণনা ঠিক করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করি। তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন, "ইহাতে তো মিথ্যা কথা আছে।' আমি বলিলাম অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন হলফ করিতে হয় না। আইনতঃ, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে। তিনি বলিলেন, 'আইন তো তাহাকে যাহা ইচ্ছা বলার অনুমতি দেয়। কিন্তু খোদাতায়ালা মিথ্যা কথা বলিবার অনুমতি দেন নাই। আইনেরও ইহা উদ্দেশ্য নয়। আমি কখনো ঘটনা বিরুদ্ধ কোন কিছু বলিতে প্রস্তুত নই। আমি সত্য বিষয় বলিব। মৌলবী সাহেব বলিতেন যে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি জানিয়া শুনিয়া আপনাকে বিপদাপন্ন করিতেছেন।' তিনি উত্তর করিলেন, 'জানিয়া শুনিয়া নিজেকে বিপদাপন্ন করা হইল আইন সিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা অবৈধ লভ্যার্থে আপন খোদাকে অসন্তুষ্ট করা। যাহাই ঘটে না কেন, আমি তাহা করিতে পারিব না।' মৌলবী ফজলদীন সাহেব বলিলেন যে, মীর্যা সাহেব এমন তেজস্বীতার সহিত এই কথাগুলি কহিলেন যে, তাঁহার চেহারায় এক বিশেষ প্রকার প্রভা প্রস্ফুটিত হইল। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'আমার উকালতির দ্বারা আপনার কোন উপকার হইতে পারে না'। তিনি বলিলেন, আপনার উকালতি দ্বারা বা অন্য কাহারো চেষ্টায় কোন উপকার হওয়া আমি কখনো কল্পনাও করি না। কাহারো বিরোধিতা আমাকে ধ্বংশ করিবে, ইহাও আমি ভাবি না। আমার ভরসা তো শুধু খোদার উপর। তিনি আমার চিত্ত দর্শন করেন। আপনাকে উকীল করিবার কারণ এই যে, উপকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা আদব। আপনি আপনার কর্তব্য সততার সহিত পালন করেন বলিয়া জানি এবং সেই জন্যই আপনাকে উকীল নিযুক্ত করিয়াছি'।

'মৌলবী ফজল দীন সাহেব বলিলেন যে, তখন তিনি আবার কহিলেন, 'আমি তো এই বর্ণনাই মনোনীত করিয়াছি'। মীর্যা সাহেব বলিলেন, 'না। আমি নিজে বর্ণনা লিখি, ফলাফল বা পরিণাম সম্বন্ধে বেপরওয়া হইয়া তাহাই দাখিল করুন। ইহার একটি শব্দও এদিক সেদিক করিবেন না। আমি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছি যে, আপনার আইনী বর্ণনা অপেক্ষা ইহা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে। আপনি যাহা ভয় করিতেছেন, তাহা প্রকাশ পাইবে না। ফল, ইন্‌শা-আল্লাহ্, ভাল হইবে। আর যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, পৃথিবীর চক্ষে পরিণাম ভাল হয় নাই—আমার সাজা হইয়া পড়ে—তবে আমি ইহার কোনই পরওয়া করি না। কারণ, আমি তখন এই জন্য সন্তুষ্ট হইব যে, আমি আমার রাবের আজ্ঞা অমান্য করি নাই।'...যাহাহোউক, মৌলবী ফযল দীন সাহেব খুবই তেজস্বিতা ও আন্তরিকতার

সহিত মীর্যা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে, অতঃপর মীর্যা সাহেব অনর্গল তাঁহার বর্ণনা লিখিয়া দিলেন। খোদার আশ্চর্য, কুদরত! তাঁহার সেই বর্ণনা দ্বারাই তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হইলেন'। মৌলবী ফযল দ্বীন সাহেব সত্যবাদিতা ও সাধুতার জন্য তাঁহার যাবতীয় বিপদ বরণের সৎ-সাহস বর্ণনা করিবার ফলে মজলিসে উপস্থিত সকলেই মন্ত্র মুগ্ধবৎ হইয়া রহিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিলেন, 'তবে আপনি মুরীদ হন না কেন'? তিনি বলিলেন, 'ইহা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। আপনাদের আমাকে এই প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। আমি তাঁহাকে একজন সিদ্ধ সাধু পুরুষ প্রত্যয় করি। আমার হৃদয়ে তাঁহার অতিশয় বড় মহত্ব ও মর্য্যাদা বিদ্যমান।" (১)

পাঠক, ভাবুন! এই ছিল সেই আদর্শ, যাহা এযুগের প্রত্যাদিষ্ট 'মামুর' হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাতু ওয়াস্-সালাম এ যুগের উকীল ও মোকদ্দমার পক্ষগণের জন্য উপস্থিত করেন। অভিযোগকারী ইংরাজ, তার উপর আবার পাদ্রী! ম্যাজিষ্ট্রেটও ইংরাজ। ভীষণ আশঙ্কা! কিন্তু এই ভয়াবহ অবস্থায়ও সত্যবাদিতার বিরোধী একটি শব্দোচ্চরণও তাঁহার প্রকৃতি পছন্দ করে নাই।

ক্যাপটেন ডগলালের উপর হযরত আকদাসের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ঃ

ক্যাপটেন ডগলাস চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পর বিলাত প্রস্থান করেন। দীর্ঘকাল তিনি জীবিত ছিলেন।

বহু আহ্‌মদী লণ্ডনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মোকদ্দমার বিষয় তাঁহার নিকট শ্রবণ করেন। সর্ব্বদা তিনি বলিতেন, "এক দিকে একজন মর্য্যাদাবান পাদ্রী! অন্যদিকে (হযরত) মীর্যা সাহেব। আমার পক্ষে পাদ্রী সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলাও দুরূহ ছিল। কিন্তু (হযরত) মীর্যা সাহেবের মহান ব্যক্তিত্ব, সত্যবাদিতা এবং নিরাপরাধ অবস্থার এমন প্রভাব আমার উপর হইয়াছিল যে, আমি ইহা বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না যে, মীর্যা সাহেব খুন করিবার জন্য আবদুল হামিদকে পাঠাইয়াছিলেন; ইহাতে আমি পুলিশের দ্বারা আবদুল হামিদের জবানবন্দী নেই। তখন সে পুলিস সুপারের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, তাহাকে মিথ্যা বলিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে। মীর্যা সাহেবের কোনই অপরাধ নাই।"

ক্যাপটেন ডগলাস সাহেব আরো বলিতেন, "সাধারণতঃ, লোকে বিদেশ হইতে সার্ভিস করিয়া প্রত্যাগত হইলে এখানকার অধিবাসীগন তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ঘটনা শোনার আগ্রহ করে। আমাকে এখানে যখনি কেহ কোন ঘটনা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, আমি এই ঘটনাই বলিয়াছি।

ক্যাপটেন সাহেব কয়েক বৎসর হয় পরলোক গমন করিয়াছেন।' তিনি সর্বদা বিস্ময়ের সহিত বলিতেন যে, তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের মহাব্যক্তিত্ব মান্য করিতেন, কিন্তু তিনি কখননো ভাবিতে পারিতেন না যে, একদিন মীর্যা সাহেবের এতখানি প্রতিপত্তি জন্মিবে যে, তাঁহার জামাত বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিবে।

---

(১) আলহাকাম—১৪ই নভেম্বর ১৯২৪ ইং

(১) ক্যাপটে ডগলাস (পরে কর্ণেল ডগলাস) ৯৩ বৎসর বয়সে ১৭১৭ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তালিমুল ইসলাম স্কুল স্থাপন :

কাদিয়ানে জামাতের লোক সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। জামাতের মুকুলদের জন্ত কোন স্কুল স্থাপিত হয় নাই। ফলে, জামাতস্থিত বন্ধুগণ বাধ্য হইয়া তাঁহাদের ছেলেপেলেকে স্থানীয় আর্য স্কুলে প্রেরণ করিতেন। হযরত আকদাস রিপোর্টপ্রাপ্ত হইলেন যে আর্য স্কুলে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা আপত্তিকর প্রশ্ন আলোচনা করা হয় এবং এই প্রকারে বালকদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করা হয়। হুযুরের অনুভূতিশীল হৃদয় ইহা শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। হুযুর তৎক্ষণাৎ আপনাদের একটি স্কুল স্থাপনের মীমাংসা করিলেন। ফলে, ১৮৯৭ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি ইশতাহার দ্বারা বন্ধুগনের নিকট চাঁদার আপীল করিলেন। তারপর ১৮৯৭ সনের বাৎসরিক জল্‌সার সময়ও বন্ধুগণকে এদিকে মনোযোগী করেন। ইহার ফলে, ১৮৯৮ সনের প্রারম্ভে খোদাতায়ালার ফযলে তালিমুল-ইসলাম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তুরাব ইহার প্রথম হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন।

★

আহমদ নগরে বাৎসরিক জলসা

প্রথম অধিবেশন

আহমদনগর, ১০ই মে। আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত ১০তম সালানা জাল্‌সা অদ্য বৈকালে অতি সফলতার সহিত আহমদনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মৌলবী জিয়াউল হক সাহেব।

কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া করিবার পর সভার কার্য শুরু করা হয়। কোরআন তেলওয়াত করেন জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। নজম পাঠ করিয়া শুনান মোঃ সলিমুল্লাহ সাহেব।

জলসা কমিটীর চেয়ারম্যান জনাব বাহেদুর রহমান সাহেব উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগতম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দান করেন।

প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ইসলামের দুরবস্থার দিক জনমণ্ডলীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং ইসলামের খাতিরে প্রত্যেককে আদর্শবান হইয়া মিলিত ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় খাড়া হইবার আহ্বান জানান এবং ইসলামের পথে সকল প্রকার কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।

সর্ব প্রথমে ওফাতে ঈসা (আঃ)-এর উপর বক্তৃতা করেন সদর মুরব্বী জনাব মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্ সাহেব। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)-এর একটি কবিতা পাঠ করেন, যাহাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খেদ করিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত খাতামান নবীঈন মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-কে মানুষে মৃত বলিয়া মনে করে অথচ তাঁহার পূর্বের নবী হযরত ইসা (আঃ)-কে জীবিত ধারনা করে।

ইহার পর কোরআন হাদিসের আলোকে খতমে নবুওতের উপর আলোকপাত করেন জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব। তিনি বলেন, হযরত রসুল পাক (সাঃ) হযরত আলী (রাজিঃ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আলী, আমি খাতামাল আম্বিয়া, তুমি খাতামাল আউলিয়া।" জনাব বক্তা প্রশ্ন করেন, যদি খাতামের অর্থ শেষ হয়, তবে আলী (রাজিঃ)-এর পরে কি কোন ওলির আবির্ভাব হয় নাই?' বক্তা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)-এর বাণীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন, 'তাঁহাকে (সাঃ) খাতামান নবীঈন বল, তাঁহার পরে নবী নাই বলিও না।" মাননীয় বক্তা ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লেখার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, রসুল পাক (সাঃ)-এর পরে শরীয়তহীন নবী আসিবেন এবং যিনি আসিবেন তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসারী হইবেন।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতার উপর সদর মুরব্বী জনাব আহমদ সদেক মাহমুদ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যেভাবে আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তেমনি ভাবে হযরত রসুল পাক (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী রূপে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবের সময়ও

অন্যান্য লক্ষণাবলী সম্বন্ধে তিনি বিষদভাবে আলোচনা করিয়া বলেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতেই ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবার কথা। সেই অনুযায়ী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হিসাবে দাবী করিয়াছেন। কোরআনের মাপ কাঠিতে অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের সত্যতা যে ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সত্যতা যাচাই করিতে বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী হইবার দাবী করিবার পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, যে ব্যক্তি আপামর জনসাধারণের কাছে পূর্বে সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি হটাৎ কিভাবে মিথ্যা কথা বলিতে যলিতে পারেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ঘোরতর শত্রুদের উল্লেখ করিয়া মাননীয় বক্তা বলেন যে, তাহারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবীর পূর্বে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া আসিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই তাঁহার দাবীর পরে ঘোরতর শত্রু হইয়া যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনীতে কেহ ত্রুটী বাহির করিতে পারিবে না।

বক্তা কোরআনের আয়েত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মিথ্যা দাবীকারককে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করেন না, তাহাকে দৃঢ়হস্তে ধরিয়া ধ্বংশ করেন। অথচ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ধ্বংস হইলেন না। যদি তিনি মিথ্যাবাদী হইতেন, তাহা হইলে আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহাকে ও তাঁহার জামাতকে ধ্বংস করিতেন। তাহা না করিয়া আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে এবং তাঁহার জামাতকে এক ক্রমাগত আসমানী সাহায্যের দ্বারা উন্নতির পর উন্নতি দিয়া সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন।

খেলাফত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া সদর মুরব্বী জনাব সুলতান আহ্মদ সাহেব কোরআনের আয়েতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুসলমানদের অবস্থা যখন শোচনীয় হইবে তখন আল্লাহ্ দ্বিতীয়বার খেলাফত কায়েম করিবেন। বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে এবং তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত কায়েম নাই। সুতরাং আল্লাহ্তালা স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠাইয়া দ্বিতীয়বার খেলাফত কায়েম করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মাননীয় বক্তা বিষদ আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

আহ্মদ নগর; ১১ই মে, আহ্মদ নগর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত বাৎসরিক জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন অদ্য পূর্বাহ্নে আহ্মদ নগর মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর মুরব্বী জনাব সুলতান মাহ্মুদ সাহেব,

কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া করিবার পর সভার কার্য শুরু করা হয়। কোরআন তেলওয়াত করেন জনাব আবদুস সাত্তার, মোয়াল্লেম ওয়াফকে জাদীদ। দোয়া পরিচালনা করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

সদর মুরব্বী জনাব ফারুক আহ্মদ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর তাহ্রীক সমূহ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

মাননীয় বক্তা হযরত খলিফা সালেস (আইঃ)-এর প্রথম তাহ্রীক তালিমুল কোরআনের উপর শোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, কোরআনের মধ্যেই সকল নিয়ামত ও কল্যাণ রহিয়াছে।

অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন সদর মুরব্বী জনাব আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। তিনি বিষদভাবে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে, হযরত ইমাম

মাহ্‌দী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি। মাননীয় বক্তা বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কোরআনের একটি আয়েতও দেখাইতে পারিবেন না, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) স্বশরীরে চতুর্থ আসমানে জীবিত আছেন।

মালী কোরবানী ও তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের উপর আলোকপাত করেন জনাব হামীদ হাসান সাহেব। তিনি বলেন, যুগে যুগে পৃথিবীতে নবী আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া মৃত সমাজকে ডাক দেন, আহ্বান করেন কোরবানীর জন্য। এই যুগের প্রেরিত মহাপুরুষ যে সিলসিলাহ কায়েম করিয়াছেন তাহার জন্য প্রয়োজন মালী কোরবানীর। তাই তিনি মালী কোরবানীর জন্য জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান জানাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মাননীয় বক্তা তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের উপর আলোকপাত করেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। মাননীয় বক্তা তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতায় বলেন, আমরা যেভাবে বিভিন্ন অদৃশ্য ও অজানিত দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভব করি, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

মাননীয় বক্তা বলেন, আল্লাহ্‌ যুগে যুগে নবী প্রেরণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বক্তা বলেন, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিকে নবী রূপে গ্রহণ করেন এবং তাহার বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রচেষ্টা ও সকল শক্তিকে নাকচ করিয়া তাঁহার শক্তির প্রমাণ করেন এবং আল্লাহ্‌ আছেন ইহা ঐ দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির মাধ্যমে সপ্রমাণিত করেন।

(তৃতীয় অধিবেশন)

আহ্‌মদনগর, ১১ই মে। আহ্‌মদনগর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত বাৎসরিক জালসার তৃতীয় অধিবেশন অদ্য অপরাহ্নে আহ্‌মদনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া করিবার পরে সভার কার্য শুরু করা হয়। কোরআন তেলওয়াত করেন জনাব হামিদ হাসান সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অপরিসীম প্রেম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সদর মুরব্বী জনাব ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেব বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে ফানা হইয়া তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়াছিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর হইয়া হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আরবী, উর্দু ও ফারসীতে যে সকল প্রশস্তি লিখিয়াছেন উহা হইতে মাননীয় বক্তা কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া বিষদ আলোচনা করেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাতের দান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন সদর মুরব্বী জনাব সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেব। মাননীয় বক্তা বলেন, সমস্ত জগতের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) রহমতুললিল আলামীন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি শুধু আরব জাতির নহেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর। হযরত রসুল পাক (সাঃ)-এর মাধ্যমে শরীয়ত পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত জগতে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয় নাই। জনাব বক্তা কোরআনের আয়েত ও বুজুর্গদের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া বলেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামানায় সমস্ত জগতে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে ইসলাম প্রচারিত হইবার কথা।

বক্তা বলেন, ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সম্বন্ধে মুসলমানেরা গাফেল হইয়া পড়িয়াছিল। ইসলামের আদর্শ হইতে মুসলমানেরা বিচ্যুত হইয়াছিল এবং ইসলাম এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম, আর্য ধর্ম, ব্রহ্ম ধর্ম ও নাস্তিকতার মোকাবেলায় ইসলামের অবস্থা অতি নাজুক হইয়া পড়িয়াছিল। এই যখন অবস্থা, তখন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আল্লাহ্‌ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইসলামের ডুবন্ত তরীকে নিমজ্জিত হওয়া হইতে রক্ষা করেন।

খ্রীষ্টানেরা ইসলামকে অসহায় পাইয়া ধারণা করিয়াছিল যে, তাহারা অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুসলিম জগৎকে ধর্মান্তরিত করিবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র ফজলে আহমদী মিশনারীদের প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টানদের প্রচেষ্টা প্রতিহত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মনীষীরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম সমস্ত জগতে পুনরায় বিজয়ী হইবে।

আহ্‌মদী মিশনারীরা সমস্ত জগতে ইসলামের দাওয়াত বহন করিয়া যে সফলতা লাভ করিতেছেন সে সম্বন্ধে মাননীয় বক্তা আলোকপাত করেন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে গিয়া সদর মুরব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রশংসা করেন, ফেরেস্তারাজি তাঁহার গুণগান করেন। বক্তা বলেন, তিনি ছিলেন কামেল নবী ও কামেল পুরুষ। বক্তা আরো বলেন, নবীরা হন আদর্শের অধিকারী। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন পূর্ণ আদর্শের অধিকারী। মানুষের এমন কোন দিক নাই যাহার নমুনা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবনে পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে বক্তা রসুল পাক (সাঃ) এর জীবনী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। জনাব বক্তা রসুল পাক (সাঃ)-এর চরিত্র বর্ণনা করিয়া বলেন যে, একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, কোরআনের সমস্ত শিক্ষাই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি প্রথমেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এসহামী কবিতার উল্লেখ করেন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতায় আকাশ ও পৃথিবী নিদর্শন পেশ করিয়াছে। মাননীয় বক্তা রসুল পাক (সাঃ) ও ইসলামী জগতের মনীষী কর্তৃক ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী গুলির উল্লেখ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষণাবলী ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

মাননীয় বক্তা সকল লক্ষণ বর্ণনা করিবার পরে বলেন, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতায় লক্ষণাবলী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক এই সম্বন্ধে গাফেল। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বক্তা কোরআনের আয়েত পেশ করেন যে, আল্লাহ্ সতর্ককারী প্রেরন না করিয়া আযাব প্রেরণ করেন না। বক্তা উল্লেখ করেন যে আহমদী জামাতের বর্তমান ইমাম ইউরোপ ও আমেরিকা বাসীদের সতর্ক করিয়া যে ভাষণ দান করিয়াছেন উহা শুধু ইউরোপ বা পাশ্চাত্য বাসীদের জন্য নয় উহা আমাদের অর্থাৎ প্রাচ্যবাসীদের জন্যও।

মাননীয় বক্তা পূর্ব-প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়া বলেন, যেমন আকাশ ও জমিন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনাবলী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তেমনই একজন উম্মি স্বরূপ ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করিলেন, ইহা তাঁহার এক বড় সত্যতায় প্রমাণ।

অতঃপর সদর মুরব্বী জনাব সুলতান আহ্‌মদ সাহেব আহ্‌মদী জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর প্রদান করেন।

এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি উল্লেখ করেন যে, যখনই কোন নবী আসেন, তখন চিরদিনই তাঁহার বিরোধিতা করা হইয়াছে এবং ঐ বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে যখনই কোন আপত্তি করা হয়, বুঝিতে হইবে উহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

যাহারা আহমদীদেরকে মোনাজেরার জন্য আহ্বান করেন, মাননীয় বক্তা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ও মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী প্রমুখ হইতে কি তাহারা শ্রেষ্ঠ? আমাদের জামাত তো তাহাদের সহিত মোনাজেরা করিয়া তাঁহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছেন।

বক্তৃতা শেষে তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিষয় আল্লাহ্‌কেই প্রশ্ন করিতে অনুরোধ জানান।

তৃতীয় অধিবেশনের শেষে সভাপতি প্রাদেশিক আমীর সাহেব সভায় সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য কল্যান কামণা করেন এবং সকলের ও জামাতের মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করেন।

*

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

এরা কিনা করতে পারে ঃ

গত ৩০শে ডিসেম্বরে (১৯৬৭ সাল) ম্যানিলা হতে একটি আচানক খবর বের হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জনৈক ফিলিপিনো ব্যবসায়ী ৫ লক্ষ রিয়েস্ত (প্রায় ৬ লক্ষ টাকার) মূল্যে একটি এষ্টেট্ ক্রয়ের পর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেখতে পান যে, তার ক্রীত বিষয় সম্পত্তি আসলে একটি নদী।

একদল দুষ্কৃতিকারী ইতিপূর্বে জনৈক ব্যক্তির নিকট বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের অসিলায় প্রতারনা পূর্বক একটি রাস্তা বিক্রয় করে। সেই একই দুষ্কৃতিকারী দল উপরোক্ত ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করছে কিনা, পুলিশ তৎসম্পর্কে তল্লাশি চালাচ্ছে। উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট মারিকিনা নদীটি বিক্রয় করা হয়েছে।

ক্রেতা কিভাবে এরূপ কাজে ঠকলো এর বিস্তারিত বলা হয়নি। যাক সে কথা। এখানে বিচার্য বিষয় হলো, ঠগেরা কিভাবে বিভিন্ন দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের হীন কার্য ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু আইন কানুনেও এদের রুখা যায় না এরও প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে আদর্শ, প্রীতি ও দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলে সমাজ কখনও কলুষ মুক্ত হতে পারে না। মানুষ আদর্শ হতে দূরে সরে দায়িত্ব বোধ হারিয়ে ফেল্লেই আল্লাহ নবী পাঠিয়ে ঐ সব মানবীয় গুণাবলীর পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ তার চিরন্তণ বিধান।

বিশ্ব মুসলিমদের প্রতি রোমান ক্যাথলিক গীর্জার বাণী

ভ্যাটিকানসিটি হতে গত বছরের শেষ দিন ৩১শে ডিসেম্বর এক বাণী প্রচারিত হয়। মুসলিম বিশ্বে এক মাসব্যাপী রোজা পালন সমাপ্তি উপলক্ষে রোমান ক্যাথলিক গীর্জা একটি বাণী প্রদান করেন।

এতে বিশ্বের মুসলমানদের খৃষ্টানদের ইতিহাসের নব অধ্যায় রচনার আহ্বান জানানো হয়।

ভ্যাটিকান বেতারে প্রচারিত উক্ত বাণীতে আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

একেশ্বরবাদী দু'টি মহান ধর্মের—অনুসারীদের মধ্যে বৃহত্তর প্রীতি ও ন্যায়পরানয়তা বজায় রাখার জন্য বাণীতে আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, আসুন, আমরা একযোগে নূতন ইতিহাস রচনা করি।

সৎ-আহ্বানে সাড়া দেওয়া ইসলামী শিক্ষার অংগ। সৎ-আহ্বানের পিছনে আন্তরিকতা থাকা খুবই প্রয়োজন। এরূপ আহ্বানের আন্তরিকতার কষ্টি পাথর হলো প্রধাণতঃ দু'টো। প্রথমতঃ একে অন্যের কুৎসা প্রচার হতে বিরত থাকা আর দ্বিতীয়তঃ একে অপরের আদর্শকে হৃদয়ংগম করার জন্য প্রয়াস পাওয়া। এসব দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যাবে, ইসলাম হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী গণের অন্যতম বলে ঘোষনা করেছে। তা'ছাড়া তাঁর মাকেও পাক পবিত্রদের মধ্যে গণ্য করে অতীব শ্রদ্ধার সাথে দেখে থাকে। 'অরিজিনেল' বাইবেলের আহমানী কিতাব বলে বিশ্বাস করে। অপর দিকে সত্যকে দূরে ছুড়ে খ্রীষ্টান জগত কোরআন করীম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অত্যন্ত কুৎসিৎ ভাবে প্রচার করে থাকে। সুতরাং খ্রীষ্টান জগতকেই এসব ছেড়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1 75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2 00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্‌ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.